বাংলা সংস্করণ (খসড়া)
০৩ মার্চ ২০২২

গবেষণাগার স্থাপন ও উন্নয়নে অর্থায়ন সম্পর্কিত নীতিমালা

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।

১। পটভূমি

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধনের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫" প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)-এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিইপিআরসি বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিকে উজ্জীবিত রাখার জন্য সাশ্রয়ী ও টেকসই জ্বালানির নতুন উৎসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। বিইপিআরসি'র রূপকল্প হল, বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোর দক্ষ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের উদ্ভাবনী সমাধান খোঁজার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদান করা। কাউন্সিল এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরী করবে যেখানে গবেষণা সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের আকৃষ্ট করা যায় যা দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা তৈরি করতে সহায়তা করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি/বেসরকারি গবেষণা সংস্থা, শিল্প উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে গবেষণা সক্ষমতাকে শক্তিশালী ও গতিশীল করবে। বিইপিআরসি উদ্ভাবন (Innovation), ইনকিউবেশন (Incubation) এবং অন্ট্রাপ্রণারশিপ (Entrepreneurship), সংক্ষেপে (I^2E) -এর মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে। সার্বিকভাবে, বিইপিআরসি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধান খোঁজার জন্য কাজ করবে, উদ্ভাবনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তহবিল এবং গবেষণার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের জন্য ইনকিউবেশনের সুযোগ প্রদান করবে। এটি দেশী-বিদেশী গবেষক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে মেলবন্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবে।

২। যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং এর মধ্যে ৪০% পরিচ্ছন্ন জ্বালানি থেকে উৎপাদনের প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করছে। অধিকন্তু, প্রয়োজনীয় গ্রিড অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানি মিশ্রণে প্রচলিত ও নবায়নযোগ্য উৎসের উপস্থিতি, বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন, জ্বালানি সংরক্ষণ ইত্যাদি নতুন বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার। এই ক্রমবর্ধমান জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতের জন্য বিশেষজ্ঞদের বিকাশের পাশাপাশি আমাদেরকে নতুন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে উদ্ভাবনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, বিদ্যমান গবেষণা কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতে গবেষণার জন্য সক্ষমতা এবং সুবিধা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫"-এ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত গবেষণাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিইপিআরসি'র দায়িত্ব রয়েছে। সে লক্ষ্য পূরণে এই নীতিমালা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এই নীতিমালা অনুসরণ করে বিইপিআরসি গবেষণায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণাগার স্থাপন ও উন্নয়নে অর্থায়ন করবে। বিইপিআরসি'র অধীনে অর্থায়নকৃত গবেষণাগারসমূহের প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয় এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত।

৩। **উদ্দেশ্য**

(ক) বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে দেশীয় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(খ) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে অবদান রাখার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ মানবসম্পদ গড়ে তোলা;

(গ) প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক গবেষণা সরঞ্জাম সরবরাহ করা যাতে তারা সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত বিষয় শিক্ষা এবং গবেষণা জোরদার করতে পারে;

(ঘ) বাংলাদেশে গবেষণার উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যৌথ গবেষণা পরিচালনা, শিল্প ও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী/দাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা;

(ঙ) গবেষক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও সহযোগিতা শক্তিশালী করা;

(চ) গবেষণাগারে ইন্টার্নশিপের সুযোগ বৃদ্ধি করা ;

(ছ) বিইপিআরসি'র অন্যান্য প্রকল্পসমূহের কাজকর্ম সহজতর করা যেখানে অত্যাধুনিক গবেষণা সরঞ্জাম এবং সফ্টওয়্যারের প্রয়োজন হতে পারে;

(জ) কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত Bangladesh Energy & Power Research Laboratory (BEPRL) -এর সাথে নতুন অর্থায়নকৃত গবেষণাগারসমূহকে ভবিষ্যতে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা।

৪। **অর্থায়নের আওতা**

নিম্নলিখিত দুই ক্ষেত্রে বিইপিআরসি অনুদান প্রদান করবেঃ

(ক) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিষয়ে নতুন গবেষণাগার স্থাপন;

(খ) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিষয়ে ইতঃপূর্বে স্থাপিত গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

এই গবেষণাগারগুলি মূলত ফলিত গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তাছাড়া, এগুলি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের জন্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা পাঠক্রম এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণের জন্যও ব্যবহৃত হবে।

৫। **অনুদানের পরিমাণ**

একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারের জন্য মোট তহবিলের পরিমাণ প্রস্তাবের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাপূর্বক গবেষণাগার অর্থায়ন প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে বিইপিআরসি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৬। **কারা আবেদন করতে পারবে**

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অনুমোদিত যেকোন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউজিসি ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত হতে হবে) এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণাগার অর্থায়ন প্রোগ্রামে প্রস্তাব জমা দিতে পারবে। তবে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা না থাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনও বিবেচনা করা হবে।

৭। **আবেদন পদ্ধতি**

গবেষণাগার অর্থায়নের জন্য আবেদন জমা দিতে আবেদনকারীকে অবশ্যই:

(ক) বিইপিআরসি'র ওয়েব পোর্টালে গিয়ে নিবন্ধনপূর্বক নির্ধারিত ফরম্যাটে (পরিশিষ্টে দেয়া আছে) আবেদন জমা দিতে হবে । শুধুমাত্র পোর্টালে জমা দেয়া প্রস্তাবগুলি মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হবে এবং কোন মুদ্রিত কপি গ্রহণ করা হবে না;

(খ) আবেদনপত্রের আবশ্যিক বিষয়সমূহ পূরণ করতে হবে;

(গ) যোগ্যতা এবং মূল্যায়নের সমস্ত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে;

(ঘ) আবেদনকারীদের প্রতি নির্দেশাবলী, আবেদন ফর্ম এবং এই নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে;

(ঙ) আবেদনটি এই নীতিমালা এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মর্মে প্রত্যয়ন করতে হবে;

(চ) প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ (যেমনঃ ভাইস চ্যান্সেলর/প্রিন্সিপাল/মহাপরিচালক) কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক প্রাসঙ্গিক সহায়ক দলিলাদি ও কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকল্প পরিচালক (পিডি) এবং সর্বোচ্চ দুইজন উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) থাকবেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সমস্ত আর্থিক এবং কারিগরি দায়িত্ব পালন করবেন;

(ছ) প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল কাঠামো বিইপিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(জ) "প্রস্তাবিত গবেষণাগারের একই কার্যক্রমের জন্য অন্য কোন সংস্থার কাছ থেকে অন্য কোন তহবিল/অনুদান গৃহীত হয়নি এবং বর্তমানে কোন দেনা/পাওনা নেই" মর্মে ঘোষণাপত্র প্রদান করতে হবে;

(ঝ) প্রস্তাবিত গবেষণাগার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কাজের পরিকল্পনা জমা দিতে হবে;

(ঞ) প্রকল্পের সমাপ্তির পর কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের জন্য গবেষণাগার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদনকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে একটি প্রতিশ্রুতি পত্র জমা দিতে হবে;

(ট) আবেদনকারী সংস্থার অবশ্যই গবেষণাগার স্থাপন এবং প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কারের সক্ষমতা থাকতে হবে।

৮। **অনুমোদনযোগ্য ও অননুমোদনযোগ্য ব্যয়ের প্রকারভেদ**

(ক) Raw Materials/Consumables (প্রথম দুই বছরের জন্য) এবং প্রকল্প চলাকালীন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি (হার্ডওয়্যার বা সফ্টওয়্যার) ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ অনুমোদনযোগ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত;

(খ) গবেষণাগার স্থাপনের জন্য কোন রকমের বেতন/ভাতাদি, ভবন/কক্ষ নির্মাণ/সংস্কার, বাসস্থান, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিইপিআরসি কোনো তহবিল/অনুদান প্রদান করবে না। এইসকল ব্যয় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে।

৯। **মূল্যায়ন ও বাছাই প্রক্রিয়া**

(ক) প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করার জন্য বিইপিআরসি একটি "অর্থায়ন প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি" গঠন করবে । কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, জ্বালানি ও/অথবা বিদ্যুৎ খাতের দুইজন বিশেষজ্ঞ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং বিইপিআরসির

একজন প্রতিনিধি থাকবেন। কমিটি প্রয়োজনে এক/একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। কমিটির সদস্যদের অবশ্যই মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবের সাথে স্বার্থের কোনোরূপ দ্বন্দ্ব থাকবে না;

(খ) বিইপিআরসি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের জন্য উক্ত কমিটির নিকট পাঠাবে। পরবর্তী অণুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত মূল্যায়নের মানদন্ডের ভিত্তিতে কমিটি প্রস্তাবগুলি মূল্যায়ন করবেন এবং নম্বর প্রদান করবেন। প্রয়োজনে কমিটি আবেদনকারী সংস্থা পরিদর্শন করতে পারবেন, সঠিকতা বিশ্লেষণের জন্য আবেদনকারীদের সাথে বৈঠক করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে কোনো দলিলাদির জন্য অনুরোধ করতে পারবেন;

(গ) কমিটি মূল্যায়নের মানদন্ডের ভিত্তিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রতিটি প্রস্তাবকে নম্বর প্রদান করবেন। একটি প্রস্তাব পাস করার জন্য ১০০ এর মধ্যে ন্যূনতম গড় ৭০ নম্বর প্রয়োজন। কমিটির প্রত্যেক সদস্য পৃথকভাবে প্রতিটি প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন। একটি প্রস্তাবের প্রাপ্ত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বরগুলি সেই প্রস্তাবের গড় নম্বর নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে না। অবশিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে সেই প্রস্তাবের গড় নম্বর নির্ণয় করা হবে;

(ঘ) কমিটি যোগ্য ও কৃতকার্য প্রস্তাবসমূহ অর্থায়নের জন্য বিইপিআরসিকে সুপারিশ করবে;

(ঙ) "প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি" কর্তৃক বাছাইকৃত প্রকল্পের বাজেট এবং কাজের ব্যপ্তি সুনির্দিষ্ট করার জন্য বিইপিআরসি একটি "নেগোসিয়েশন কমিটি" গঠন করবে। এই কমিটিতে বিইপিআরসি থেকে একজন প্রতিনিধি, একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ এবং জ্বালানি বা বিদ্যুৎ খাতের একজন প্রতিনিধি থাকবেন। প্রয়োজনবোধে কমিটি এক/একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করাতে পারবেন;

(চ) "নেগোসিয়েশন কমিটি" কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের সাথে বিইপিআরসি একমত পোষণ করে অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদ (গভর্নিং বডি)-এর নিকট পেশ করতে পারে অথবা প্রয়োজন হলে কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান/পুনঃমূল্যায়ন/পুনঃআলোচনা করতে পারে;

(ছ) প্রস্তাবটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এটি বিদ্যুৎ বিভাগে পাঠানো হবে;

(জ) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের পর সফল প্রস্তাবদাতাকে অবশ্যই বিইপিআরসি'র সাথে একটি আইনত বাধ্যতামূলক অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে;

(ঝ) অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়া কোন অর্থ প্রদান করা হবে না এবং অনুদান চুক্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বিইপিআরসি প্রকল্প ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে না।

১০। মূল্যায়নের মানদন্ড

মূল্যায়নের জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক নিয়ম-কানুন অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে এবং আবেদনে প্রতিফলিত হতে হবে। প্রতিটি মানদন্ডের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে আবেদন মূল্যায়ন করা হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিটি মানদন্ডের গুরুত্ব ও আবশ্যকীয়তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আবেদন ফর্মের বিভাগসমূহ মূল্যায়নের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম-কানুনের সাথে সম্পর্কিত। মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি মানদন্ডের সাথে সম্পর্কিত যথাযথ প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র/প্রমাণক প্রয়োজন অনুযায়ী আবেদনের সাথে সরবরাহ করতে হবে।

প্রস্তাব মূল্যায়নের মানদন্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) আবেদনকারী সংস্থা এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা- ২৫%

নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বর্ণনা থাকতে হবেঃ

- এই ধরনের গবেষণাগার স্থাপন করার জন্য আবেদনকারী সংস্থার বিদ্যমান সক্ষমতা। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক/গবেষকদের সংখ্যা, যারা প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে গবেষণা করবেন এবং এই ধরনের গবেষণাগার থেকে ছাত্র/প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীর সংখ্যা;
- গবেষণাগার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার প্রাপ্যতা, ল্যাব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মী, স্ব-পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেটের সংস্থান ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ল্যাবটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়;
- প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দলের সদস্যদের সক্ষমতা বর্ণনা করতে হবে যারা ক্রয়, নকশা প্রস্তুত, ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিসহ গবেষণাগার অবকাঠামো পরিচালনা করবে; এবং
- আবেদনে উল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দলের প্রত্যেক সদস্যের পূর্ব-নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(২) উপযুক্ততা/প্রয়োজনীয়তা - ৩০%

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবেঃ

- প্রস্তাবিত গবেষণাগারের সহায়তায় পরিচালিত গবেষণার লক্ষ্য, তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা;
  - বাংলাদেশের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গবেষণা অবকাঠামোর প্রাসঙ্গিকতা,
  - আবেদনকারী সংস্থার গবেষকদের জন্য সরঞ্জামের গুরুত্ব,
  - বিদ্যমান এবং/অথবা সম্ভাবনাময় গবেষণার সুযোগ ও ব্যপ্তি বৃদ্ধি, এবং
  - জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বড় আকারের সহযোগিতামূলক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ভূমিকা।
- পরিমাপযোগ্য সম্ভাব্য/প্রত্যাশিত ফলাফলসহ প্রস্তাবিত গবেষণাগারের ব্যবহার;
- জাতীয়, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, সাংগঠনিক পরিমন্ডলে অনুরূপ গবেষণা অবকাঠামোর প্রাপ্যতা এবং ব্যবহারের সুযোগ;
- প্রস্তাবিত গবেষণা অবকাঠামো ব্যবহারের হার;
- আঞ্চলিক বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ চাহিদা;

(৩) সম্ভাব্যতা এবং কৌশলগত প্রাসঙ্গিকতা- ২০%

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবেঃ

- প্রকল্পটির অর্থ মূল্যের যথাযথ উপযোগিতা;
- গবেষণা ল্যাবটি ব্যবহারের যথাযথ পরিকল্পনা;
- আবেদনকারী সংস্থা, বিইপিআরসি এবং বাংলাদেশ সরকারের কৌশলগত অগ্রাধিকারের সাথে ল্যাবে পরিচালিত গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা;
- প্রামাণিক তথ্য থাকতে হবে যে, আবেদনকারী সংস্থা প্রকৃতপক্ষে ল্যাবের মাধ্যমে শিল্পের সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ;
- উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে বিদ্যমান বা ভবিষ্যৎ কৌশলগত গবেষণা জোট গঠন করার বিস্তারিত পরিকল্পনা।

(৪) **উপযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি সুফল- ২৫%**

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবেঃ

- বিস্তৃত পরিসরে নিয়োজিত গবেষকদের জন্য প্রস্তাবিত গবেষণা অবকাঠামোর উপযোগিতা;
- সম্ভাব্য দূরবর্তী অধিগম্যতার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক গবেষণার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত গবেষণা অবকাঠামোর যৌথ ব্যবহার;
- প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত ল্যাবের মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণার সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ যা সফল বাণিজ্যিক পণ্য এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানকারী উদ্যোক্তা তৈরির পথ প্রশস্ত করবে;
- বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা বা মানব সম্পদের বিকাশ এবং কীভাবে প্রস্তাবিত গবেষণাগার দ্বারা ছাত্র/ব্যবহারকারীরা উপকৃত হবেন।

১১। অর্থায়ন পদ্ধতি

- সাধারণ নিয়মানুয়ায়ী, মোট তহবিল একাধিক কিস্তিতে বিতরণ করা হবে। তবে, অনুমোদিত প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে এর ব্যতিক্রম হতে পারে;
- প্রকল্পের মোট বাজেট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ভাগ করা যেতে পারে। আবেদনে কিস্তির পরিমাণসহ নির্দিষ্ট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি/ফলাফল উল্লেখ করতে হবে;
- প্রথম কিস্তির তহবিল চুক্তি স্বাক্ষরের পরে বিতরণ করা যেতে পারে;
- সন্তোষজনক অগ্রগতি/প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কিস্তিসমূহ বিতরণ করা হতে পারে। অনুদানগ্রহীতা পূর্বে বিতরণকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি (ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র, চালান ইত্যাদি) সহযোগে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিবেন। বিইপিআরসি'র মনিটরিং কমিটি নিয়মিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে এবং পরবর্তী তহবিল বিতরণের আগে প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দিবে। যদি কোন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বা প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রহণযোগ্য ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়, তবে বিইপিআরসি সার্বিক বিবেচনার ভিত্তিতে, কোন নোটিশ ছাড়াই যে কোন সময় পরবর্তী কিস্তি প্রদান বাতিল করতে পারবে। বিইপিআরসি অনিয়ম সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিতে পারবে, তবে ক্রমাগত অনিয়ম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রহণযোগ্য ধীরগতির ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করা হতে পারে;
- অনুদান গ্রহীতাকে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদনসহ (Project completion Report) প্রকল্প সমাপ্তির পরে অব্যয়কৃত অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে হবে;
- অনুদান গ্রহীতাদের দ্বারা পরিচালিত সবধরণের ক্রয় প্রক্রিয়া অবশ্যই পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ অনুযায়ী করতে হবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এবং পরে যে কোনো সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিক নিরীক্ষা কাজ পরিচালনা করা হতে পারে।

১২। গবেষণাগার স্থাপনোত্তর ব্যবহার

- গবেষণাগার স্থাপন ও চালু হওয়ার পর গবেষণার ফলাফল, কার্যকরী প্রোটোটাইপ, পেটেন্ট এবং ল্যাব সুবিধা ব্যবহার করে সম্পাদিত অন্যান্য কাজ সম্পর্কে কমপক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত বার্ষিক ভিত্তিতে বিইপিআরসি-কে তথ্য সরবরাহ করতে হবে;
- গবেষণাগার কর্তৃপক্ষকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সম্মেলন এবং/অথবা জার্নালে নিয়মিত গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশনার তালিকা কমপক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত বার্ষিক ভিত্তিতে বিইপিআরসি-তে জানাতে হবে।
- প্রকাশিত নিবন্ধে বিইপিআরসি'র অর্থায়নের বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবের বিষয়বস্তু

প্রত্যেক প্রস্তাব দাখিলকারীকেই বিইপিআরসি-এর বিবেচনার জন্য চাহিদাকৃত নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্যাবলী প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে। বিইপিআরসি নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই করবে। যারা সমস্ত তথ্য-দলিলাদি জমা দিতে ব্যর্থ হবে, তাদের প্রস্তাব বাতিল হিসাবে গণ্য করা হবে। এই বিভাগের প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হলো:

(ক) **মালিকানার তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ**

মালিকানার তথ্য (যেমন পেটেন্ট এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে) জমা দেওয়ার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) **প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রতিনিধি বা স্বতন্ত্র প্রস্তাবকের জন্য প্রযোজ্য প্রমাণপত্রঃ**

যে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রতিনিধি বা স্বতন্ত্র প্রস্তাবককে প্রস্তাবে প্রদত্ত ঘোষণাসমূহের যথার্থতা এবং সম্পূর্ণতা সংক্রান্ত প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে, সেইসাথে প্রত্যয়ন করতে হবে যে আবেদনকারী সংস্থাটি বিইপিআরসি কর্তৃক অর্থায়নের শর্তাবলীর বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। এটা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সকল সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। উক্ত সংস্থার প্রধানকে এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, প্রস্তাবকারী প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প টীমের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে প্রস্তাব জমা দেওয়ার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত।

(গ) **প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত প্রমাণপত্রঃ**

প্রস্তাবটির জন্য আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানের সমর্থন রয়েছে এমন একটি সনদ সংযুক্ত করতে হবে। এই সনদটি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনার মানদণ্ডের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা বিবেচনায় সহায়ক হবে এবং প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ করবে । গবেষণাগার ব্যবহারের বৃহত্তর প্রভাব এবং ভবিষ্যতে বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন থাকতে হবে।

(ঘ) **সম্মতিপত্র (অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ):**

সম্মতিপত্রে প্রস্তাবিত গবেষণাগারের সমস্ত অপারেশনাল এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক সম্মতিপত্র থাকতে হবে যাতে গবেষণাগারটি স্থাপনের পর কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য চালু রাখার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

প্রস্তাবের বিভাগসমূহ

নিম্নবর্ণিত বিভাগগুলি বিইপিআরসি-তে জমা দেয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত গবেষণাগার অর্থায়ন প্রস্তাবের মূল অংশে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রয়োজনীয় বিভাগগুলিতে চাহিদাকৃত তথ্যাদি জমা দিতে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হবে না অথবা পর্যালোচনা ছাড়াই ফেরত দেয়া হবে।

একটি সম্পূর্ণ প্রস্তাবে নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ থাকতে হবেঃ

(ক) কভার পাতা
(খ) সারসংক্ষেপ
(গ) ভূমিকা/পটভূমি
(ঘ) উদ্দেশ্য
(ঙ) প্রস্তাবিত হার্ডওয়্যার/সফ্টওয়্যারের বিবরণ
(চ) মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা
(ছ) গবেষণাগারের অবস্থান
(জ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিম
(ঝ) ল্যাবের কর্মপ্রক্রিয়া
(ঞ) মাস্টার শিডিউল
(চ) বাজেট, বাজেটের যৌক্তিকতা ও ক্রয় পরিকল্পনা
(ছ) মন্তব্য
(জ) সংলগ্নিসমূহ

(ক) কভার পাতা

(i) <u>প্রস্তাবের শিরোনাম:</u>

প্রকল্পের শিরোনাম সংক্ষিপ্ত, কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট, বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগতভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হতে হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার আগে বিইপিআরসি প্রকল্পের শিরোনাম পরিবর্তন করতে পারে।

(ii) <u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দলের তালিকা:</u>

কভার পেজ তৈরি করার সময় প্রকল্প পরিচালক (পিডি) এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি)-এর তথ্য (ঠিকানার তথ্যসহ) উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তির নাম এবং প্রাথমিক নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা অবশ্যই নির্ধারিত স্থানে লিখতে হবে।

(iii) <u>লোগোসহ প্রতিষ্ঠানের নাম:</u>

প্রস্তাবকারীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নামসহ প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের লোগোও থাকতে হবে।

(iv) <u>বাজেট এবং মেয়াদকাল:</u>

প্রস্তাবে মোট বাজেট এবং প্রকল্পের মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।

(খ) সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবকারীকে অবশ্যই গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তা লিখতে হবে; যেমন কী ধরণের পরীক্ষাগার সুবিধা (হার্ডওয়্যার এবং/অথবা সফ্টওয়্যার) প্রয়োজন, অর্থায়ন করা হলে কী ধরণের R&D করা হবে এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা।

এই পর্যায়ের বর্ণনাসমূহ নাম পুরুষে এমনভাবে লিখতে হবে যাতে একই বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য অর্থপূর্ণ, এবং যতদূর সম্ভব পাঠকের কাছে সহজভাবে বোধগম্য হয়।

(গ) ভূমিকা/পটভূমি

প্রতিটি প্রস্তাবে অবশ্যই প্রস্তাবিত ল্যাব স্থাপন/উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা থাকতে হবে। বিদ্যমান সুবিধা কেন যথেষ্ট নয়, অর্থায়ন করা হলে বিদ্যমান সুবিধার সাথে কী বাড়তি সুবিধাদি পাওয়া যাবে ইত্যাদি। এছাড়াও, উন্নত দেশগুলির অন্যান্য সংস্থাগুলিতে একই ধরণের প্রস্তাবিত হার্ডওয়্যার/ সফ্টওয়্যারের ব্যবহার চিহ্নিত করতে হবে। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হলে তা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে ব্যবহার করা হবে সেদিকেও জোর দিতে হবে।

(ঘ) উদ্দেশ্য

প্রস্তাবিত গবেষণাগার উন্নয়ন কর্মসূচীর অভিলক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত ও অতিরিক্ত উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) প্রস্তাবিত হার্ডওয়্যার/সফ্টওয়্যারের বিবরণ

প্রস্তাবকারীকে প্রস্তাবিত হার্ডওয়্যার/সফ্টওয়্যারের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে যা প্রকল্পের অর্থায়নে স্থাপন করা হবে। প্রস্তাবকারীকে হার্ডওয়্যার/সফ্টওয়্যারের ব্যবহার, দূরবর্তী অভিগম্যতা (রিমোট অ্যাক্সেসিবিলিটি) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে।

প্রয়োজনে নিম্নলিখিত ফরম্যাটটি ব্যবহার করা যেতে পারে:

হার্ডওয়্যার/সফ্টওয়্যারের নাম	বৈশিষ্ট্য/বিনির্দেশ	ব্যবহার
-	-	-

(চ) মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা

আবেদনটি অবশ্যই বিইপিআরসি -এর গবেষণাগার অর্থায়ন নীতিমালায় বর্ণিত সমস্ত মূল্যায়নের মানদণ্ডের ভিত্তিতে তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে, যেমনঃ

(i) সংস্থা এবং প্রকল্প টিমের সদস্যের সক্ষমতা
(ii) উপযুক্ততা/প্রয়োজনীয়তা
(ii) সম্ভাব্যতা এবং কৌশলগত অভিযোজন (strategic alignment)
(iv) সুবিধা এবং ফলাফল

এই সকল মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সহায়ক কাগজ-পত্র ও দলিলাদি সরবরাহ করতে হবে।

(ছ) গবেষণাগারের স্থান

ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার প্রাপ্যতা উল্লেখ করতে হবে। ভবিষ্যতে গবেষণাগার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার সহজলভ্যতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বরাদ্দকৃত স্থানের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক চিঠি এখানে সংযুক্ত করতে হবে।

(জ) **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিম**

প্রকল্প পরিচালক (পিডি), উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) এবং মূল প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীদের তালিকা থাকতে হবে। প্রকল্প পরিচালক (পিডি), উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) সহ প্রস্তাবিত সাব-কন্ট্রাক্টরদের জীবনবৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিক অংশ জমা দিতে হবে। প্রস্তাবিত কাজের সাথে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রকল্প পরিচালনা দলের সাংগঠনিক কাঠামো জমা দিতে হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দলের প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পের সাথে জড়িত যেকোন সাবকন্ট্রাক্টর এবং অন্যান্য স্পনসরদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী সংযুক্ত করতে হবে।

(ঝ) **ল্যাবের কর্মপ্রক্রিয়া**

ল্যাবটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তাবকারীকে কর্ম-পরিকল্পনা বর্ণনা করতে হবে। ল্যাব স্থাপিত হওয়ার পর ভবিষ্যতে কীভাবে ব্যবহৃত ও পরিচালিত হবে তার সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকতে হবে।

(ঞ) **প্রধান কর্মপরিকল্পনা**

একটি গ্যান্ট চার্টে সমস্ত প্রধান মাইলস্টোনসমূহের অন্তর্ভুক্তিসহ শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। সময়সূচীতে প্রধান প্রধান ফলাফলসমূহ, সভা-সেমিনার, ক্রয়, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা, রিপোর্ট, এবং অন্যান্য মূল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

একটি কর্মতালিকা প্রস্তুত করতে হবে যাতে প্রত্যেক সদস্যের এবং সম্মিলিত কাজের পরিমাণ (ঘন্টা বা দিনে) লিপিবদ্ধ করা থাকে।

(ট) **বাজেট, বাজেটের যৌক্তিকতা ও ক্রয় পরিকল্পনা**

প্রতিটি প্রস্তাবে একটি বাজেট বিভাগ থাকতে হবে। বিইপিআরসি শুধুমাত্র গবেষণা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অনুদান প্রদান করবে। প্রস্তাবিত সরঞ্জামের দামের যথার্থতা ক্রয়-পরিকল্পনার সাথে দিতে হবে। প্রকল্পের আকার অনুযায়ী মোট বাজেটকে একাধিক কিস্তিতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রতিটি কিস্তি বিতরণের আগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাইলস্টোন/নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি কিস্তির তহবিল বিতরণ মাইলস্টোন/নির্দিষ্ট ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

(ছ) **অন্যান্য মন্তব্য**

গবেষণাগার স্থাপনে সহায়ক যে কোনো উপদেশ/মন্তব্য স্বাদরে গৃহীত হবে এবং এই ধরনের তথ্য প্রদানের জন্য বিইপিআরসি প্রকল্প প্রস্তাবকারীদের উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

(জ) **সংলগ্নিসমূহ**

প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এবং বিইপিআরসি-এর "গবেষণাগার অর্থায়ন নীতিমালা"র সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়ক প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও দলিলাদি জমা দিতে হবে।

রতন কুমার ঘোষ
সদস্য-ইনোভেশন (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়